# বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

# বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমূহের খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের ওপর কমিশন আদেশ

বিইআরসি আদেশ # ২০১৫/০৪

তারিখ ঃ ২৭ আগস্ট ২০১৫


বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)

১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

বাংলাদেশ

www.berc.org.bd

# আদেশসূচী

| অনুচ্ছেদ | বিষয়াবলী | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১ | আবেদনের সার-সংক্ষেপ | ১ |
| ২ | আবেদন প্রক্রিয়াকরণ | ১-২ |
| ৩ | গণশুনানি | ২-৫ |
| ৪ | কমিশনের পর্যালোচনা ও বিবেচনা | ৫-১০ |
| ৫ | রাজস্ব চাহিদা (Revenue Requirement) | ১০-১২ |
| ৬ | কমিশনের আদেশ | ১২ |
| ৭ | কমিশনের নির্দেশনাবলী | ১২-১৪ |
| পরিশিষ্ট -'ক' | খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি | ১৫-১৬ |

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
বিইআরসি আদেশ # ২০১৪/০৪
তারিখঃ ২৭ আগস্ট ২০১৫

**বিষয় ঃ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) অনুসারে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) কর্তৃক দাখিলকৃত তার আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমূহের খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাবসম্বলিত ০৯ নভেম্বর ২০১৪ তারিখের আবেদনের ওপর কমিশন আদেশ।**

**অনুচ্ছেদ - ১ ঃ আবেদনের সার-সংক্ষেপ**

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) এর লাইসেন্সী বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) তার আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমূহের খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ২৫.৮৯% বৃদ্ধির জন্য ০৯ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে কমিশনে আবেদন করে। উক্ত আবেদনে বাপবিবো তাদের প্রস্তাবের সপক্ষে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) কর্তৃক বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) বৃদ্ধির জন্য কমিশনে পেশকৃত আবেদন, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের পরিচালন ব্যয় উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি, সরকার ঘোষিত মহার্ঘভাতা কার্যকর, অন্যান্য বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থার বেতন কাঠামোর সাথে পবিসসমূহের বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদির সামঞ্জস্যকরণ, ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ করেছে।

**অনুচ্ছেদ - ২ ঃ আবেদন প্রক্রিয়াকরণ**

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বাপবিবো এর ০৯ নভেম্বর ২০১৪ তারিখের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারণের লক্ষ্যে কমিশন আইনের ধারা ৩৪(৪) অনুযায়ী অন্বেষণ, বিচার-বিশ্লেষণ ও এ বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের শুনানি গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করে। অনুসৃত পদক্ষেপের অংশ হিসেবে বাপবিবো এর আবেদনটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক গঠিত কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি কাজ শুরু করে। কমিশন অনুসৃত নিয়ম অনুসারে আবেদনটি ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৩তম বিশেষ কমিশন সভায় আমলে নিয়ে ২৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ সকাল ১০:০০ টায় এবিষয়ে কমিশন ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর অডিটোরিয়ামে গণশুনানির দিন, সময় ও স্থান ধার্য করে।

কমিশনের ওয়েবসাইটে এবং কয়েকটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বাপবিবো কর্তৃক দাখিলকৃত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব বিষয়ে অনুষ্ঠেয় গণশুনানির তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে স্মারক নং-বিইআরসি/ট্যারিফ/বিএসটি-০/৪০০৬, তারিখ ২৩ ডিসেম্বর ২০১৪ এর মাধ্যমে গণশুনানি অনুষ্ঠানের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে নোটিশ প্রদান করা হয়। উক্ত গণবিজ্ঞপ্তি এবং নোটিশে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্ধারিত গণশুনানিতে অংশগ্রহণের নিমিত্ত ১৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের মধ্যে নাম তালিকাভুক্তি ও শুনানি-পূর্ব লিখিত মতামত কমিশনে প্রেরণের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), নাগরিক ঐক্য ও অন্যান্য, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী

পার্টি (ন্যাপ), গণতন্ত্রী পার্টি, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ এসোসিয়েশন (বিটিএমএ), বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্সন ওনার্স এসোসিয়েশন ও কমিশনের কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি জেরা পর্বে অংশগ্রহণের জন্য এবং এফবিসিসিআই, এমসিসিআই, ডিসিসিআই, বিজিএমইএ, ওজোপাডিকো, ডেসকো, পেট্রোবাংলা, জিটিসিএল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ জন সম্মানিত অধ্যাপক, ড. এম এম আকাশ, জনাব ড. এম নুরুল ইসলাম, জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান ও জনাব মোঃ আলী আজিম বিবৃতি পর্বে অংশগ্রহণের জন্য কমিশনে নাম তালিকাভুক্ত করে। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পাটি ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (সম্মিলিতভাবে) এবং ক্যাব শুনানি-পূর্ববর্তী লিখিত মতামত কমিশনে প্রেরণ করে।

**অনুচ্ছেদ - ৩ ঃ গণশুনানি**

২৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ রবিবার সকাল ১০.০০ টায় কমিশন আইনের ধারা ১২(৩) অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব এ আর খান এর সভাপতিত্বে টিসিবি এর অডিটোরিয়ামে বাপবিবো এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের ওপর গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের সদস্য ড. সেলিম মাহমুদ, প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন, জনাব মোঃ মাকসুদুল হক এবং জনাব রহমান মুরশেদ শুনানি পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। কমিশনের সকল সদস্যের উপস্থিতিতে আইনের ধারা ১২(৪) মোতাবেক শুনানি অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কোরাম পূর্ণ হয়।

শুনানির প্রারম্ভে সূচনা বক্তব্যে কমিশনের চেয়ারম্যান শুনানিতে উপস্থিত হওয়া ও অংশগ্রহণ করায় সকলকে কমিশনের পক্ষ হতে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং একই সাথে শুনানি অনুষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পালনীয় নিয়মাবলী সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করেন। শুনানির নিয়মাবলী সকলের অবগতির জন্য উল্লেখ করে অংশগ্রহণকারী সকলকে শুনানির সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখতে সংযত বক্তব্য, শালীন ভাষা ব্যবহার, ব্যক্তিগত আক্রমণ পরিহার এবং বক্তব্য পুনর্ব্যক্ত করা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করেন। শুনানিতে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ অক্ষুন্ন রেখে আইন-কানুনকে প্রাধান্য দিয়ে যুক্তি তর্কের মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপন ও প্রস্তাবের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা অথবা প্রমাণাদি দিয়ে যুক্তি খণ্ডনের বিষয়ে প্রাধান্য দেয়ায় প্রতি সকলকে অনুরোধ করেন।

শুনানির নিয়ম অনুসারে কমিশনের চেয়ারম্যান খুচরা বিদুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের যৌক্তিকতা শুনানিতে উপস্থাপনের জন্য বাপবিবো এর প্রতিনিধিত্বকারী কর্মকর্তা বাপবিবো এর চেয়ারম্যান জনাব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মঈন উদ্দিন-কে আহ্বান জানিয়ে শুনানি আরম্ভ করেন এবং প্রস্তাবের পক্ষের স্পোকপারসন্/সাক্ষীগণ-কে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সেমতে বাপবিবো এর চেয়ারম্যান প্রস্তাবটি উপস্থাপন ও প্রশ্নের জবাব প্রদানের সাথে জড়িত দলের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ-কে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি প্রস্তাব উপস্থাপনের পূর্বে বাপবিবো এর ৩৪ বছর চলার পথে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, দেশের মোট ১ কোটি ৫৪ লক্ষ গ্রাহকের মধ্যে ১ কোটি ৮ লক্ষ গ্রাহক (৭০%) বাপবিবো এর আওতাধীন। এটি গর্ব করার মত বিষয়। মহান সংবিধানে গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে যার সফল বাস্তবায়নের গুরুদায়িত্ব বাপবিবো এর ওপর বর্তেছে। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বাপবিবো-কে নানান প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

বাপবিবো জানায় শহর অঞ্চলে তাদের গ্রাহক মিশ্রণ ভালো এবং ঘণত্ব বেশী অপরদিকে প্রান্তিক এলাকায় গ্রাহক ঘণত্ব কম। আবাসিক ৯২ লক্ষ গ্রাহকের মধ্যে ৬৫ লক্ষ গ্রাহক ১-৭৫ ইউনিট ব্যবহার করে থাকে যা বাপবিবো এর বিদ্যুৎ ব্যবহারের ৩০%। সেচ গ্রাহক ৩ লক্ষ ১ হাজার যেখানে মোট বিদ্যুতের ৯% ব্যবহার হয়ে থাকে কিন্তু কয়েক বছর ধরে সেখানে কোনো ট্যারিফ বৃদ্ধি হয়নি বলে আয় খুবই কম। তবে গ্রাহকসেবা ও সংবিধানের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা করতে বিদ্যুতের সরবরাহ ব্যয় হতে অনেক কমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। এর ফলে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। তিনি বলেন বিগত বছরগুলোতে দেশে ধানসহ সবজি, রবিশস্য ইত্যাদির আশাতীত ফলন

হয়েছে। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার কারণে ক্ষুদ্র শিল্প, স্বাস্থ্য, কৃষি, মৎস/পোল্ট্রি ইত্যাদি শিল্পে উন্নয়ন ঘটেছে ও প্রসার হয়েছে। স্কুলে কম্পিউটারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে সেসাথে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপ্তি গ্রামে পৌঁছেছে। ফলস্বরূপ বেকারত্ব হ্রাস, জীবন মানের উন্নতিসহ আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে দেশ আজ চাল রপ্তানি করছে, জাতীয় প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাতে বাপবিবো এর বলিষ্ঠ ও অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে।

দেশের অবশিষ্ট জনগণের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে বাপবিবো-কে গ্রামাঞ্চলে খালবিল, পাহাড়, নালা, গাছপালার মধ্যে দিয়ে বিতরণ লাইন নির্মাণ করতে হয়। টর্নেডো, ঝড়, সাইক্লোন ইত্যাদির কারণে বিতরণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় উপাদান তথা উপ-কেন্দ্র, ৩৩/১১ কেভি লাইন/ফিডার, বিতরণ ট্রান্সফরমার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এগুলি মেরামত, প্রতিস্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা চালু রাখতে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়। এখানে উল্লেখ যে, প্রতি কিলোমিটার লাইনে বাপবিবো এর গ্রাহক সংখ্যা গড়ে ৪১ জন মাত্র। অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যা এর অনেক নিচে। ২ লক্ষ ৭০ হাজার কিঃমিঃ লাইন, ৬ লক্ষ ৯৪ হাজার বিতরণ ট্রান্সফরমার ও ৬২০ টি উপ-কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অন্য বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী এর তুলনায় অধিক জনবল নিয়োগ করতে হয় ফলে এর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বৃদ্ধি পায়। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে নতুন উপ-কেন্দ্র, ৩৩/১১ কেভি ফিডার নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না। অথচ পুরাতন লাইন দিয়েই নতুন বর্ধিত গ্রাহকদের সংযোগ দেওয়ায় সিস্টেম ওভার লোডিংসহ সিস্টেম লস বাড়ছে। কেবলমাত্র ৩৩ কেভি লাইনের সিস্টেম লস রয়েছে ৩% এর অধিক তাতে লোকসান হয় ৩৫০ কোটি টাকা। এছাড়াও নানান সময়ে দুষ্কৃতিকারিদের কারণে অনেক ক্ষতি হয়েছে যা এখন পর্যন্ত কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। অপরদিকে কেবল সেচ খাতে প্রায় ১৬০০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের কারণে বছরে বাপবিবো-কে ৩০০ কোটি টাকা লোকসান দিতে হচ্ছে। অর্থের অভাবে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আগামী দিনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম আধুনিক বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না।

বাপবিবো উল্লেখ করে যে, বিইআরসি এর বিভিন্নমুখী রেগুলেটরী সহায়তার কারণে ঢাকার আশে পাশের ১৯ টি সমিতি আর্থিকভাবে সচ্ছল। ব্যবস্থাপনার দ্বারা পবিসসমূহের সিস্টেম লস নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক সফলতা এসেছে। এখন সিস্টেম লস ১৬% হতে নেমে ১৩.৭২% এ দাঁড়িয়েছে। এছাড়া বকেয়া আদায়ে সবচেয়ে ভাল ফললাভ হয়েছে। বর্তমানে বাপবিবো এর আওতাধীন পবিসসমূহের একাউন্ট রিসিভেবলস্ মাত্র ১.৩৪ সমমাস যা বাপবিবো-কে এ বিষয়ে শীর্ষস্থানে এনেছে।

আর্থিক দুর্বলতার কারণে সমিতিসমূহ সরকারের ডিএসএল পরিশোধ করতে পারছে না। এর মধ্যেও বাপবিবো নিজস্ব তহবিল দ্বারা প্রকল্পে ২৬২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। কিন্তু সমিতি হতে অর্থ ফেরৎ না পাওয়া গেলে এ কাজে আর বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে না।

আর্থিক অবস্থা ভাল না হওয়ার কারণে সমিতিসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা অন্যান্য বিতরণ সংস্থার সমতুল্য করা সম্ভব হচ্ছে না ফলে সমিতি ছেড়ে অনেক মেধাবী কর্মকর্তা অন্যত্র চলে যাচ্ছে। সমিতির বেতন-ভাতা অন্যান্য বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর কাছাকাছি করার জন্য ২৫০ কোটি টাকা দরকার। সেসাথে বাপবিবো এর সাব-ট্রান্সমিশন লাইনের দৈর্ঘ্য বেশী হওয়ায় ৩% অধিক সিস্টেম লস এর ঘাটতি পূরণ, নতুন অফিস স্থাপন ও জনবল নিয়োগে ব্যয় বৃদ্ধি, সিস্টেমের সম্প্রসারণের কারণে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বৃদ্ধি, সমিতিসমূহের কিস্তি ও সুদ বাবদ বাপবিবো-কে প্রদেয় বকেয়া পরিশোধ, সরকারের অঙ্গীকার মতে সকলের জন্য বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে নতুন সংযোগসহ যাবতীয় উপাদান স্থাপনে বিনিয়োগ, ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করে বাপবিবো তার আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার গড়ে ১৫.৬০% বৃদ্ধির আবেদন জানায়। উল্লেখ্য যে, বাপবিবো এর মূল প্রস্তাবে খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাবিত হার ছিল গড়ে ২৫.৮৯%।

সমগ্র বিষয়টি চমৎকারভাবে উপস্থাপনের জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান বাপবিবো-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে জেরা পর্বে প্রশ্ন করার জন্য ক্যাব প্রতিনিধি ড. শামসুল আলমকে আহ্বান করেন। ক্যাব প্রতিনিধি প্রথমে বাপবিবো এর

সিস্টেম ব্যবস্থাপনা উন্নতির কারণে সিস্টেম লস হ্রাস ও ১৯ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি লাভে আসার জন্য বাপবিবো-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন বর্তমান মূল্যহারে বাপবিবো এর প্রায় ২৪ টি সমিতি ভাল অবস্থায় আছে। তিনি কেবল মূল্যহার বৃদ্ধিই রাজস্ব ঘাটতি পূরণের একমাত্র উপায় না চিন্তা করে অন্য কোনোভাবে তা পূরণ করা যায় কি না তা বের করতে বলেন। তিনি বিদ্যুৎবিহীন জনগোষ্ঠিকে বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়ভার কেন এককভাবে ভোক্তারা নিবে সে বিষয়ে প্রশ্ন রাখেন। তিনি সেচ ভর্তুকি অনিয়মিত বলে উল্লেখ করেন। তিনি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হতে সঠিক সময়ে বিল পরিশোধ হয় কি না তা জানতে চান। তিনি সেচে ভর্তুকি ব্যবস্থা ভাল বলে উল্লেখ করে অনুরূপ ভর্তুকি ক্ষুদ্র শিল্পে দেওয়া হয় কি না প্রশ্ন রাখেন। তিনি অদ্যবধি বাস-লস বিরোধের নিষ্পত্তি না হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য কমিশনে রেফার করার প্রস্তাব করেন। তিনি লোড-ডিসপ্যাচে বাপবিবো বৈষ্যমের শিকার হচ্ছে কি না সে বিষয়ে জানতে চান। সেচের মৌসুমে বাপবিবো অতিরিক্ত বিদ্যুৎ পেয়ে থাকে তবে সেচ মৌসুম ব্যতিত অন্য সময়ে লোডশেডিং এর প্রয়োজন পড়ে বলে জানানো হয়। কমিশনের সদস্য ড. সেলিম মাহমুদ উল্লেখ করেন যে, সেচ বাবদ কোনো সহায়তা বাপবিবো পাচ্ছেনা তা পুরোপুরি ঠিক নয়। বরঞ্চ কমিশন বাপবিবো এর জন্য হ্রাসকৃত মূল্যহারে বাল্ক বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে এবং ক্রস সাবসিডির ব্যবস্থা করেছে যা বাপবিবো এর জন্য যথেষ্ট আর্থিক সহায়তার কারণ হয়েছে।

জেরা পর্বে জনাব রুহিন হোসেন প্রিন্স শুনানি অনুষ্ঠানে প্রদত্ত সময় অপ্রতুল উল্লেখ করে বলেন যে, ঐ সময়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভালভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় না। বাপবিবো এর উপস্থাপনায় সংবিধান অনুসারে সকল জনগণকে বিদ্যুৎ সুবিধা দেওয়ার যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে সে স্পিরিটের সূত্র ধরে তিনি উল্লেখ করেন জনগণের আয় ও ক্রয় ক্ষমতা সামাজিক প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে বাপবিবো কর্তৃক প্রস্তাব করা হয়নি। তিনি বিদ্যুতের বাল্ক মূল্যহার না বাড়ালে খুচরা পর্যায়ে মূল্যহার বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে না বলে উল্লেখ করেন। তিনি বাংলাদেশের জনগণের আয়-ব্যয়ের সক্ষমতা বিবেচনা করে গণশুনানির মাধ্যমে একটি মাস্টার প্ল্যান করার প্রস্তাব করেন। কেবলমাত্র মূলহার বৃদ্ধি করে সারাদেশের মানুষকে বিদ্যুৎ প্রদানের ব্যবস্থা করলে মানুষের দুর্ভোগ বাড়বে। তিনি আরও বলেন যে, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা উন্নয়নে গৃহিত প্রকল্পসমূহ সরকার বাস্তবায়িত এডিপির মাধ্যমে হওয়া উচিৎ এটি ট্যারিফ নির্ণয়ে আসা ঠিক হবে না।

প্রস্তাবটির ওপর কমিশনের কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি তাদের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে। কমিটি বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এবং পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) এর জন্য ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তাদের প্রস্তাবিত যথাক্রমে ৫.১৫% ও ১.৫৩% হারে বর্ধিত পাইকারি ও সঞ্চালন মূল্যহার অনুযায়ী বিদ্যুৎ ক্রয় খরচ, পূর্বের ধারা ও ২০১৪-১৫ বাজেট পর্যালোচনা করে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সুদ বাবদ ৩,৮৩৭.০৭ মিলিয়ন টাকা, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (বিতরণ, কনজুমারস সেলস্ এবং প্রশাসনিক ও সাধারণ) খাতে যাচাই বর্ষের ন্যায় ইউনিটপ্রতি ব্যয় বিবেচনা করে তার সাথে সকল সমিতির বেতন স্কেল সমানকরণে প্রয়োজনীয় ৩০০.০০ মিলিয়ন টাকাসহ নতুন জনবলের ব্যয় যোগ করে ১২,৫১৩.৭৩ মিলিয়ন টাকা, কোম্পানীর নীট বিক্রির ওপর ০.০৫% হারে বিইআরসি-কে প্রদেয় সিস্টেম পরিচালন লাইসেন্স ফিস বাবদ ৫২.২৭ মিলিয়ন টাকা, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২৭,৪৭৩.৯৭ মিলিয়ন টাকার সম্পদ সংযোজন বিবেচনা ও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সংযোজিত সম্পদের ওপর সারা বছরের অবচয় হিসাব করে অবচয় খাতে ৬,৪৬৫.৯১ মিলিয়ন টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করেছে।

কমিটি সকল খরচ বিবেচনায় নিয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাপবিবো এর রাজস্ব চাহিদা সুপারিশ করে ১,১১,৪০৪.১৭ মিলিয়ন টাকা। কমিটি বাপবিবো-কে ব্রেক-ইভেনে পরিচালনা বিবেচনা করেছে, ফলে ইক্যুয়িটির ওপর কোন রিটার্ণ বিবেচনা করেনি। কমিটি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিদ্যমান খুচরা মূল্যহার মোতাবেক এনার্জি সেলস রেভিনিউ ১,০৪,৫৩২.৫৯ মিলিয়ন টাকাসহ অন্যান্য পরিচালন আয়, সুদ বাবদ আয় ও বিবিধ আয় যোগ করে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য চলতি পরিচালন রাজস্ব নিরূপণ করে ১,১১,১৩৫.৬৪ মিলিয়ন টাকা। কমিটি

বাপবিবো এর প্রস্তাবনা মোতাবেক ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মোট বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ ২০,৪০৬.৮৩ মিলিয়ন ইউনিট বিবেচনা করে, যার মধ্যে বিউবো থেকে ক্রয়ের পরিমাণ ১৮,৫২৮.০৭ মিলিয়ন ইউনিট এবং ক্ষুদ্র আইপিপি, সিপিপি ও এসপিপি হতে অবশিষ্ট ১৮৭৮.৭৬ মিলিয়ন ইউনিট। কমিটি সিস্টেম লস বাপবিবো প্রস্তাবিত ১৩.৫০% এর পরিবর্তে ১৩.০০% বিবেচনা করে এবং সার্বিক পর্যালোচনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাপবিবো এর সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদা থেকে চলতি পরিচালন রাজস্ব ২৬৮.৫২ মিলিয়ন টাকা কম হওয়ায় বাপবিবো এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ভারিত গড়ে ০.২৭% বৃদ্ধির সুপারিশ করে।

যানবাহনের প্রতিকূল অবস্থায় শুনানিতে এসে আলোচনায় অংশগ্রহণ করায় কমিশনের চেয়ারম্যান সকল অংশগ্রহণকারীকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি আশা ব্যক্ত করেন যে আগামীতেও এ প্রয়াস বজায় রেখে কমিশনের এ উদ্যোগকে আরও সমৃদ্ধ করতে কমিশন সকলের একান্ত সহযোগিতা পাবে। সেসাথে সকল বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী এবং বাপবিবোসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের লিখিত মতামত পরবর্তী ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে কমিশনে প্রেরণের অনুরোধসহ সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে শুনানি সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বাপবিবো শুনানি-পরবর্তী মতামতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সুদ বাবদ ৫,২০৭.৮৪ মিলিয়ন টাকা, ১৩.৫০% হারে সিস্টেম লস এবং অন্যান্য খাতে তাদের আবেদনে প্রদত্ত ব্যয় বিবেচনার বিষয়ে উল্লেখ করেছে।

শুনানি-পরবর্তী মতামতে ক্যাব বিতরণ পর্যায়ে বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধির কোনো প্রস্তাবই যৌক্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ গণ্য করা যায়নি উল্লেখ করে বিতরণ পর্যায়ের মূল্যহার পুনরাদেশ না হওয়া পর্যন্ত অপরিবর্তিত রাখার আবেদন জানিয়েছে। সেসাথে উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানীর সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নসহ কতিপয় বিষয়ে আদেশ/নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ করেছে।

## অনুচ্ছেদ - ৪ ঃ কমিশনের পর্যালোচনা ও বিবেচনা

### ৪.১ কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রদানে বিলম্ব ঃ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) এবং সংশ্লিষ্ট ট্যারিফ প্রবিধানমালা মোতাবেক আগ্রহী পক্ষগণকে শুনানি দেওয়ার পর ট্যারিফ প্রস্তাবসহ সকল তথ্যাদি প্রাপ্তির ৯০ (নব্বই) কর্মদিবসের মধ্যে কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রদানের নির্দেশনা আছে। তবে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের শুনানি-পরবর্তী মতামত, বাপবিবো এর বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহারে বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) ও সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ) এবং গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির প্রভাব অন্তর্ভুক্তিকরণ, সকল শ্রেণির ভোক্তার ওপর মূল্যহার পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া এবং শুনানিতে উঠে আসা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বাড়তি তথ্য ও মতামত প্রাপ্তিতে এবং প্রাপ্ত মতামত ও তথ্য বিশ্লেষণে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। তাই বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রদানে কিছুটা বিলম্ব হয়, যা অনিবার্য ছিল বলে কমিশন মনে করে।

### ৪.২ সিস্টেম লস ঃ

২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাপবিবো এর অর্জিত সিস্টেম লস ছিল ১৩.৭২%। বাপবিবো এর আবেদনে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সিস্টেম লস প্রস্তাব করা হয়েছে ১৩.৫০% যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত অর্থবছরের জন্য প্রদত্ত টার্গেট ১৩.০০% এর চেয়ে বেশী। কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি উক্ত অর্থবছরে বাপবিবো এর সিস্টেম লস ১৩.০০% বিবেচনা করেছে। কমিশন বিষয়টি পর্যালোচনা করেছে। বাপবিবো এর বিতরণ এলাকায় পুরাতন বিতরণ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ, ওভারলোডেড বিতরণ ট্রান্সফরমার পরিবর্তন/ক্ষমতা বৃদ্ধি, এনালগ মিটারের পরিবর্তে

ডিজিটাল/স্মার্ট/প্রি-পেইড মিটার স্থাপন, বিদ্যুতের অপচয় ও চুরি বন্ধসহ পবিস এবং ফিডার ভিত্তিক সিস্টেম লস হ্রাসকরণ কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে বাপবিবো এর সিস্টেম লস আরো কমিয়ে আনার সুযোগ রয়েছে বলে কমিশন মনে করে। এ প্রেক্ষাপটে কমিশন ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য বাপবিবো এর সিস্টেম লস ১২.৯৫% অর্জনের লক্ষমাত্রা ধার্য করে।

**৪.৩ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ঃ**

কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (বিতরণ, কনজুমারস সেলস্ এবং প্রশাসনিক ও সাধারণ) খাতে ইউনিট প্রতি ব্যয় যাচাইবর্ষের সমান বিবেচনা করে তার সাথে সকল সমিতির বেতন স্কেল সমান করার কারণে প্রয়োজনীয় অর্থসহ অতিরিক্ত জনবল নিয়োগের ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করে এখাতে ব্যয় প্রাক্কলন করে, যা কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

**৪.৪ অবচয় ঃ**

কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সংযোজিত সম্পদের ওপর সারা বছরের অবচয় হিসাবসহ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী এবং পবিসসমূহের নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সংযোজিতব্য স্থায়ী সম্পদের ওপর ছয়মাসের অবচয় হিসাব করে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের অবচয়ের পরিমাণ প্রাক্কলন করেছে। এ প্রক্রিয়ায় অবচয় নিরূপণ কমিশন গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেছে।

**৪.৫ ডিএসএল পরিশোধ এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন ঃ**

বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার নির্ধারণের যৌক্তিকতা হিসেবে পবিসসমূহ কর্তৃক ডিএসএল পরিশোধ এবং নিজস্ব অর্থায়নে উন্নয়নমূলক কর্মকা-ের জন্য অর্থের যোগান/মূলধনজাতীয় ব্যয় নির্বাহের বিষয়টি বাপবিবো এর আবেদনে এবং শুনানিতে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মূল্যহার নির্ধারণে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতি (methodology) অনুসারে সংস্থা/কোম্পানীসমূহের দু'ধরনের উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের কস্ট অব ক্যাপিটাল রাজস্ব চাহিদায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রথমতঃ ইক্যুয়িটি এবং দ্বিতীয়তঃ ডেবট বা ঋণ। সংস্থা/কোম্পানী কর্তৃক গৃহিত ঋণের সুদ রিটার্ণ অন ডেবট হিসেবে রাজস্ব চাহিদায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় অন্যদিকে বিনিয়োজিত অর্থের মূল (principal) অংশ সম্পদের বিপরীতে চার্জকৃত অবচয় হিসেবে রাজস্ব চাহিদায় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে পে-ব্যাক দেয়া হয়।

রেগুলেটরী দৃষ্টিকোণ থেকে অবচয়কে বিনিয়োজিত মূলধনের প্রত্যার্পণ (refund)/সম্পদ প্রতিস্থাপনের জন্য ফান্ড সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্পদের বিপরীতে স্থির (constant) চার্জ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অবচয়ের মাধ্যমে পে-ব্যাককৃত অর্থের মধ্যে যেহেতু ঋণ নিয়ে সৃষ্ট সম্পদ এবং নিজস্ব অর্থায়নে সৃষ্ট সম্পদ উভয় উৎসের সম্পদের পে-ব্যাককৃত অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকে সেহেতু অবচয় বাবদ চার্জকৃত অর্থ অগ্রাধিকারভিত্তিতে ঋণের মূল (principal) অংশ পরিশোধ এবং পুরাতন সম্পদ প্রতিস্থাপনে ব্যয় করা যেতে পারে বলে কমিশন মনে করে। তবে নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ বা মূলধনজাতীয় ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে নতুন ঋণ গ্রহণ এবং/অথবা কিছু ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত রাজস্ব (নীট মার্জিন) দ্বারা অর্থায়ন করা যেতে পারে। সুতরাং বর্ণিত প্রেক্ষাপটে অবচয়খাতে সংগৃহিত সমুদয় অর্থ পৃথক ফান্ড/ব্যাংক হিসাব এ স্থানান্তর এবং উক্ত অর্থ অগ্রাধিকারভিত্তিতে ডিএসএল এর মূল (principal) অংশ পরিশোধ ও সম্পদ প্রতিস্থাপনে ব্যয় করার নির্দেশনা প্রদানের যৌক্তিকতা রয়েছে মর্মে কমিশন মনে করে।

**৪.৬ সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ঃ**

ক্যাব এর পক্ষ থেকে শুনানিতে এবং শুনানি-পরবর্তী লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বন্টন-বিতরণ উপখাতসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনভাবে উন্নয়ন হওয়ায় বিদ্যুৎ খাত অসম উন্নয়নের শিকার। এর ফলে উৎপাদন, সঞ্চলন বা বিতরণ এসবের যে কোনো পর্যায়ে বিদ্যমান ক্ষমতা হয় চাহিদা বেশী থাকায় স্বল্প অথবা চাহিদা কম থাকায় স্বল্প ব্যবহৃত। সেজন্য ভোক্তাদের পক্ষ থেকে সমন্বিত পরিকল্পনার আওতায় চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সকল পর্যায়ে সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ সিস্টেমে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়েছে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের বিষয়টি কমিশন বিবেচনায় নিয়েছে।

**৪.৭ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ**

শুনানিতে বিদ্যুৎ ইউটিলিটিসমূহে কারিগরি নিরীক্ষা সম্পাদনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদানের জন্য ভোক্তাদের পক্ষ থেকে কমিশনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বিষয়য়টি কমিশন খুবই গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করেছে। কমিশন দেখছে যে, বৈদ্যুতিক সিস্টেম যদি যুগোপযোগী ও দক্ষ না হয় তাহলে সিস্টেম লস বাড়ে এবং সিস্টেমে ঘনঘন আউটেজ হয়, সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটে। এ বিষয়গুলো রোধ করে যুগোপযোগী ও দক্ষ বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল যন্ত্রপাতির দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ এবং সঠিক পদক্ষেপের মাধ্যমে সেগুলো নিরসন তথা যথাযথ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্যান্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাকে অধিকতর নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও দক্ষ করা প্রয়োজন।

**৪.৮ বিতরণ পর্যায়ে খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ঃ**

ক্যাবসহ সকল ভোক্তা প্রতিনিধি শুনানিতে উল্লেখ করে যে, বিতরণ পর্যায়ে খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে না যদি বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার না বৃদ্ধি করা হয়। কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির পর্যালোচনায়ও বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। উল্লেখ্য, কমিশন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এবং পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) এর আবেদনসহ সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে যথাক্রমে বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার গড়ে ০.২৩ টাকা/কি.ও.ঘ. (৪.৯৩%), সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ) গড়ে ০.০৫ টাকা/কি.ও.ঘ. (২১.৮৬%) বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিদ্যুতের পুনর্নির্ধারিত বাল্ক ও সঞ্চালন মূল্যহার, ক্যাপটিভ শ্রেণিতে গ্যাসের মূল্যহার দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধির ফলে ক্যাপটিভ/এসপিপি থেকে বাপবিবো কর্তৃক ক্রয়কৃত বিদ্যুতের বর্ধিত জ্বালানী ব্যয় (fuel cost) এবং বাপবিবো এর আওতাধীন পবিসসমূহের পরিচালন ব্যয় বিবেচনায় রাজস্ব চাহিদা অনুযায়ী বিতরণ পর্যায়ে বাপবিবো/পবিসসমূহের খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ করা প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে।

**৪.৯ ১১ কেভি আবাসিক ট্যারিফ ঃ**

বিউবো এর ২১ নভেম্বর ২০১৩ তারিখের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বহুতল আবাসিক ভবনে ১১ কেভি সংযোগ ও ট্যারিফ নির্ধারণের বিষয়ে ৩০ জুন ২০১৪ তারিখে কমিশনের সাথে

বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের অনুষ্ঠিত সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ডিপিডিসি এবং ডেসকো এর বিতরণ এলাকায় বহুতল আবাসিক ভবনে ১১ কেভি সংযোগ ও আবাসিক ট্যারিফ প্রচলিত রয়েছে। বাপবিবো এর আওতাধীন পবিসসমূহ এবং অন্যান্য বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীতে এর প্রচলন নেই। তাই সকল বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীতে ৫০ কিলোওয়াট এর অধিক এবং সর্বোচ্চ ৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত চাহিদাসম্বলিত বহুতল আবাসিক ভবনে সম্পূর্ণ আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহার এবং মিশ্র আবাসিক (আবাসিক ও বাণিজ্যিক) বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ১১ কেভি সংযোগ প্রদানের বিষয়ে কমিশন একমত পোষণ করে। এক্ষেত্রে ট্যারিফ ক্যাটাগরি হবে 'এ-১ ঃ মধ্যমচাপ আবাসিক ব্যবহার (১১ কেভি)'। এছাড়াও উক্ত গ্রাহকশ্রেণির সম্পূর্ণ আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আবাসিক ট্যারিফ, এবং মিশ্র আবাসিক (আবাসিক ও বাণিজ্যিক) এর আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আবাসিক ট্যারিফ ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ট্যারিফ প্রযোজ্য করার বিষয়ে কমিশন একমত পোষণ করে।

## ৪.১০ আবাসিক শ্রেণির প্রথম ধাপ (১-৭৫ ইউনিট) এর জন্য সারাদেশে অভিন্ন মূল্যহার নির্ধারণ ঃ

বাপবিবো এর আওতাধীন পবিসসমূহের আবাসিক শ্রেণির প্রথম ধাপ (১-৭৫ ইউনিট) এর মূল্যহার ৩.৮৭ টাকা/কি.ও.ঘ.। অন্যদিকে অন্যান্য বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর ক্ষেত্রে এ মূল্যহার ৩.৩৩ টাকা/কি.ও.ঘ.। মূল্যহারের এ পার্থক্য দূরীকরণের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ দীর্ঘদিন যাবৎ কমিশনের নিকট দাবী করে আসছে। তবে বাস্তবতার নিরিখে তৎকালীন সময়ে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। বিদ্যমান প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় কমিশন সারাদেশে অভিন্ন মূল্যহার নির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনা করে বাপবিবোসহ সকল বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর জন্য এ ধাপে ৩.৮০ টাকা/কি.ও.ঘ. মূল্যহার নির্ধারণের বিষয়ে একমত পোষণ করে। উক্ত ধাপে পবিসসমূহের মূল্যহার হ্রাসের ফলে সৃষ্ট রাজস্ব ঘাটতি অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণি ও ধাপের মূল্যহার অধিক হারে বৃদ্ধি অর্থাৎ ক্রস-সাবসিডির মাধ্যমে পূরণ করার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। উপরন্তু অন্যান্য বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর চেয়ে বাপবিবো এর মূল্যহার বেশী এ মর্মে মাঠ পর্যায়ে এবং বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা/ফোরামে বাপবিবো-কে বাঁধার সম্মুখীন হওয়া থেকে উক্ত ধাপের মূল্যহারের এ সমতা পরিত্রাণের কাজ করবে। উল্লেখ্য, লাইফ-লাইন ধাপের মূল্যহার অপরিবর্তিত বিবেচনা এবং প্রথম ধাপের মূল্যহারের বর্ণিত হ্রাস সত্ত্বেও আবাসিক শ্রেণির অন্যান্য ধাপে কমিশন কর্তৃক বিবেচিত পরিবর্তিত মূল্যহার মোতাবেক আবাসিক শ্রেণি থেকে সামগ্রিকভাবে বাপবিবো এর বর্ধিত রাজস্ব অর্জিত হবে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তথ্য মোতাবেক বাপবিবো এর আওতাধীন পবিসসমূহের আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের ৩৬.৭৩% এবং মোট বিদ্যুৎ ব্যবহারের ১৯.৮৪% এ ধাপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সে মোতাবেক ২০১৪-১৫ অর্থবছরে উক্ত ধাপে পবিসসমূহের বিদ্যুৎ বিক্রয়ের প্রাক্কলিত পরিমাণ প্রায় ৩,৪৭৯.১৩ মিলিয়ন কি.ও.ঘ.।

## ৪.১১ সেচ শ্রেণির জন্য সারাদেশে অভিন্ন মূল্যহার নির্ধারণ ঃ

বাপবিবো এর আওতাধীন পবিসসমূহের ক্ষেত্রে সেচ শ্রেণির মূল্যহার পবিসভেদে সর্বনিম্ন ৩.৩৯ থেকে সর্বোচ্চ ৩.৯৬ টাকা/কি.ও.ঘ., যার গড় ৩.৮২ টাকা/কি.ও.ঘ.। অন্যদিকে অন্যান্য বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর ক্ষেত্রে এ মূল্যহার ২.৫১ টাকা/কি.ও.ঘ.। মূল্যহারের এ পার্থক্য দূরীকরণের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ বিভিন্ন সময়ে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ

করেছে। সার্বিক পর্যালোচনায় কমিশন সারাদেশে সেচ শ্রেণির অভিন্ন মূল্যহার নির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনা করে বাপবিবো এর আওতাধীন পবিসসমূহের ক্ষেত্রে সেচ শ্রেণির বিদ্যমান গড় মূল্যহার ৩.৮২ টাকা/কি.ও.ঘ. সকল পবিসসহ অন্যান্য বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর জন্য প্রযোজ্য করার বিষয়ে একমত পোষণ করে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে সেচ শ্রেণি থেকে বাপবিবো এর অর্জিত রাজস্বের কোনো পরিবর্তন হবে না। উপরন্তু মূল্যহারের এ সমতা অন্যান্য বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী থেকে বাপবিবো এর মূল্যহার বেশী এ মর্মে মাঠ পর্যায়ে এবং বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা/ফোরামে বাপবিবো-কে বাঁধার সম্মুখীন হওয়া থেকে পরিত্রাণের কাজ করবে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তথ্য মোতাবেক বাপবিবো এর আওতাধীন পবিসসমূহের মোট বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণের মধ্যে ৯.১৩% সেচ শ্রেণিতে ব্যবহার হয়ে থাকে। সে মোতাবেক বিবেচিত মূল্যহারে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সেচ শ্রেণি থেকে পবিসসমূহের অর্জিত রাজস্বের পরিমাণ বছরে প্রায় ৬,০৭০.৫৪ মিলিয়ন টাকা।

**৪.১২ আবাসিক শ্রেণির লাইফ লাইন (১-৫০ ইউনিট) ও প্রথম ধাপ (১-৭৫ ইউনিট) এবং সেচ শ্রেণির মূল্যহার অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণি ও ধাপের চেয়ে কম নির্ধারণের কারণে কম রাজস্ব অর্জন প্রসঙ্গে ঃ**

বাপবিবো এর আবেদন এবং শুনানিতে আবাসিক লাইফ লাইন (১-৫০ ইউনিট) ও প্রথম ধাপ (১-৭৫ ইউনিট) এবং সেচ শ্রেণিতে পবিসসমূহের ক্রয়মূল্যের চেয়ে কম দামে বিদ্যুৎ বিক্রয় করার ফলে রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে মর্মে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এভাবে কতিপয় ধাপ ও শ্রেণিতে রাজস্ব ঘাটতি নিরূপণ করে পবিসসমূহের সামগ্রিক আর্থিক অবস্থার স্পষ্ট চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। গ্রামীণ গরীব জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা ও তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে কৃষির অবদান, সকল গ্রাহকশ্রেণি ও ধাপসমূহের মধ্যে ক্রস-সাবসিডি, ইত্যাদি বিবেচনায় এসকল ধাপ ও শ্রেণির মূল্যহার যেমন কম নির্ধারণ করা হয় তেমনি বাপবিবো এর সামগ্রিক রাজস্ব চাহিদা অর্জনের জন্য বাণিজ্যিক, শিল্প এবং অন্যান্য শ্রেণি ও ধাপের মূল্যহার অধিক নির্ধারণ করা হয়। সুতরাং কোনো বিশেষ ধাপ বা শ্রেণি থেকে রাজস্ব আয় কম বা বেশি দ্বারা বাপবিবো এর আওতাধীন পবিসসমূহের সার্বিক আর্থিক অবস্থা ব্যাখ্যা করার প্রবণতা যথাযথ নয় বলে কমিশন মনে করে। বরং সকল গ্রাহকশ্রেণি থেকে অর্জিত রাজস্ব, অন্যান্য আয় এবং সকল ব্যয় বিবেচনা করে বাপবিবো এর আওতাধীন পবিসসমূহের সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা যুক্তিযুক্ত।

**৪.১৩ সকল বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী এর জন্য ১৩২ কেভি ও ২৩০ কেভি লেভেলে মূল্যহার নির্ধারণ প্রসঙ্গে ঃ**

বিদ্যমান খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার কাঠামোতে বিউবো এবং ডিপিডিসি এর ক্ষেত্রে ১৩২ কেভি লেভেলে খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারিত আছে। অন্যান্য বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী এর বিতরণ এলাকায় এ লেভেলে গ্রাহক না থাকায় এবং এ লেভেলে মূল্যহার নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী কর্তৃক কমিশনের নিকট উপস্থাপন না করায় কমিশন কর্তৃক মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়নি। তবে কোনো বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী এর বিতরণ এলাকায় ১৩২/২৩০ কেভি লেভেলে গ্রাহকের চাহিদা থাকলে এবং সংশ্লিষ্ট বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী সেসকল সম্ভাব্য গ্রাহককে সংযোগ প্রদান করতে কারিগরিভাবে প্রস্তুত থাকলে বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী এর আবেদনের ভিত্তিতে কমিশন ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী এর বিতরণ এলাকার জন্য ১৩২/২৩০ কেভি লেভেলে খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার

নির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনা করবে। বিদ্যমান খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার কাঠামোতে কোনো বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী এর ক্ষেত্রে ২৩০ কেভি লেভেলে খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারিত নেই। বিউবো এর বিতরণ এলাকায় গ্রাহকের চাহিদা থাকায় এবং উক্ত সম্ভাব্য গ্রাহককে সংযোগ প্রদানের জন্য বিউবো কারিগরিভাবে প্রস্তুত থাকায় বিউবো এর বিতরণ এলাকার জন্য ২৩০ কেভি লেভেলে খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারণের বিষয়টি কমিশন বিবেচনা করছে।

**৪.১৪ বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণি এবং ধাপের মূল্যহার নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক অনুসৃত নীতি ঃ**

কমিশন গ্রাহকদের আর্থিক সক্ষমতা, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব, বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণি ও ধাপের মধ্যে ক্রস-সাবসিডি, বিশেষ করে পিক-আওয়ারে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে উৎসাহ প্রদানের জন্য অফ-পীক সময়ে নিম্ন এবং পীক-সময়ে উচ্চ মূল্যহার নির্ধারণ, বিভিন্ন ভোল্টেজ লেভেলে সিস্টেম লসের পার্থক্য, কিছু ক্ষেত্রে অধিকতর নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ, সর্বোপরি সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ইত্যাদি বিবেচনা করে বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণি ও ধাপের জন্য মূল্যহার নির্ধারণ করে থাকে। যেমন গরীব আবাসিক গ্রাহকদের আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনা করে আবাসিক লাইফ লাইন (১-৫০ ইউনিট) ও আবাসিক শ্রেণির প্রথম ধাপ (১-৭৫ ইউনিট) এ এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব বিবেচনায় কৃষি শ্রেণিতে মূল্যহার সর্বনিম্ন নির্ধারণ করা হয়। তবে আবাসিক শ্রেণির অন্যান্য ধাপে ক্রমান্বয়ে অধিক মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়। অনাবাসিক/দাতব্য প্রতিষ্ঠান (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ইত্যাদি) এর ক্ষেত্রেও নিম্ন মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়। এ ধরণের কতিপয় শ্রেণি ও ধাপে নিম্ন মূল্যহার নির্ধারণের কারণে সৃষ্ট রাজস্ব ঘাটতি বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণি ও ধাপের মধ্যে ক্রস-সাবসিডির মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে বর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনায় অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণির মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়। বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণি ও ধাপের মূল্যহার নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনুসৃত এ নীতি যৌক্তিক বলে কমিশন মনে করে।

## অনুচ্ছেদ - ৫ ঃ রাজস্ব চাহিদা (Revenue Requirement)

বাপবিবো এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদন, কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন, শুনানিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বক্তব্য, শুনানি-পরবর্তী মতামত/তথ্য এবং উপরিউক্ত পর্যালোচনা ও বিবেচনার ভিত্তিতে কমিশনের মূল্যায়নে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাপবিবো এর বিদ্যুৎ আমদানি, সিস্টেম লস, বিদ্যুৎ বিক্রয়ের প্রাক্কলন এবং রাজস্ব চাহিদা নিম্নরূপ ধার্য করা হয়েছে ঃ

**২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বিদ্যুৎ আমদানি, সিস্টেম লস এবং বিদ্যুৎ বিক্রয়/বিতরণের পরিমাণ**

| ক্রমিক নং | বিবরণ | বিদ্যুৎ আমদানি ও বিক্রয় (মিলিয়ন ইউনিট) |
|---|---|---|
| | **বিদ্যুৎ ক্রয়/আমদানি (মিলিয়ন ইউনিট) ঃ** | |
| (১) | বিউবো থেকে ক্রয় | ১৮,২৭০.৮৮ |
| (২) | আইপিপি/ক্যাপটিভ/এসপিপি থেকে ক্রয় | ১,৮৭৮.৭৬ |
| (৩) | **মোট বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ** | **২০,১৪৯.৬৪** |
| (৪) | সিস্টেম লস (%) | ১২.৯৫% |
| **(৫)** | **বিদ্যুৎ বিক্রয়/বিতরণ (মিলিয়ন ইউনিট)** | **১৭,৫৪০.২৬** |

## ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)

| ক্রমিক নং | বিবরণ | রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা) |
|---|---|---|
| | **পরিচালন ব্যয় ঃ** | |
| (১) | বিতরণ খরচ | ৪,০৫৭.২৫ |
| (২) | কনজ্যুমার সেলস্ এক্সপেনসেস | ৪,৭৫৬.৬১ |
| (৩) | প্রশাসনিক ও সাধারণ খরচ | ৩,৫৬১.১৮ |
| (৪) | বিইআরসি এর সিস্টেম পরিচালন লাইসেন্স ফিস | ৫২.২৭ |
| (৫) | **মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ** | **১২,৪২৭.৩১** |
| (৬) | আয়কর ব্যতিত অন্যান্য কর | ৪৫৪.৯৭ |
| (৭) | অবচয় | ৬,৫৪১.৯২ |
| (৮) | সুদ | ৩,৯৭৪.৭১ |
| (৯) | বাল্ক বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয় | ৮২,৮৩২.৯৫ |
| (১০) | সঞ্চালন ব্যয় | ৫,০৯৯.৪০ |
| (১১) | **মোট রাজস্ব চাহিদা** | **১,১১,৩৩১.২৬** |
| (১২) | **ইউনিটপ্রতি মোট রাজস্ব চাহিদা/কস্ট অব সার্ভিস** | ৬.৩৫ |
| | **চলতি পরিচালন আয় ঃ** | |
| (১৩) | এনার্জি চার্জ থেকে আয় | ৯৮,০৫০.০৪ |
| (১৪) | ন্যূনতম, ডিমান্ড এবং সার্ভিস চার্জ থেকে আয় | ৫,৮৭১.২৬ |
| (১৫) | অন্যান্য পরিচালন আয় | ২,৪৭১.২৭ |
| (১৬) | সুদ বাবদ আয় | ৩,৬৫৮.৩২ |
| (১৭) | বিবিধ আয় | ৪৭৩.৪৬ |
| (১৮) | **মোট চলতি পরিচালন আয়** | **১,১০,৫২৪.৩৫** |
| (১৯) | বর্তমান খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারে রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ | ৮০৬.৯১ |
| (২০) | ইউনিটপ্রতি বর্তমান গড় খুচরা বিদ্যুৎ মুল্যহার (ন্যূনতম, ডিমান্ড এবং সার্ভিস চার্জ ব্যতিত) | ৫.৫৯ |
| (২১) | ইউনিটপ্রতি অন্যান্য আয় (ন্যূনতম, ডিমান্ড ও সার্ভিস, অন্যান্য পরিচালন, সুদ এবং বিবিধ) | ০.৭১ |
| (২২) | **ইউনিটপ্রতি মোট চলতি পরিচালন আয়** | ৬.৩০ |
| (২৩) | বর্তমান খুচরা বিদ্যুৎ মুল্যহারে ইউনিটপ্রতি রাজস্ব ঘাটতি | ০.০৫ |
| (২৪) | ইউনিটপ্রতি প্রয়োজনীয় গড় খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার (ন্যূনতম, ডিমান্ড এবং সার্ভিস চার্জ ব্যতিত) | ৫.৬৪ |
| (২৫) | গড় খুচরা বিদ্যুৎ মুল্যহার বৃদ্ধির হার (ন্যূনতম, ডিমান্ড এবং সার্ভিস চার্জ ব্যতিত) | ০.৮৯% |

উপরের ছকে প্রদত্ত তথ্যাদি থেকে দেখা যায় যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাপবিবো এর মোট রাজস্ব চাহিদার পরিমাণ ১,১১,৩৩১.২৬ মিলিয়ন টাকা বা ৬.৩৫ টাকা/কি.ও.ঘ. । বর্তমান খুচরা মূল্যহারে বিদ্যুৎ বিক্রয় (এনার্জি, ন্যূনতম, ডিমান্ড ও সার্ভিস চার্জ), পরিচালন, সুদ এবং বিবিধ আয় আবদ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাপবিবো এর মোট চলতি পরিচালন রাজস্ব ১,১০,৫২৪.৩৫ মিলিয়ন টাকা বা ৬.৩০ টাকা/কি.ও.ঘ. । এর মধ্যে এনার্জি চার্জ (ন্যূনতম, ডিমান্ড এবং সার্ভিস চার্জ ব্যতিত) থেকে আয় ৫.৫৯ টাকা/কি.ও.ঘ. এবং অন্যান্য আয় (ন্যূনতম, ডিমান্ড ও সার্ভিস চার্জ, অন্যান্য পরিচালন, সুদ এবং বিবিধ) ০.৭১ টাকা/কি.ও.ঘ. । বর্ণিত রাজস্ব চাহিদা এবং

মোট চলতি পরিচালন আয় বিবেচনায় রাজস্ব ঘাটতি দাঁড়ায় ৮০৬.৯১ মিলিয়ন টাকা বা ০.০৫ টাকা/কি.ও.ঘ.। সে মোতাবেক ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাপবিবো এর ইউনিটপ্রতি বর্তমান গড় খুচরা বিদ্যুৎ মুল্যহার (ন্যূনতম, ডিমান্ড এবং সার্ভিস চার্জ ব্যতিত) ৫.৫৯ টাকা/কি.ও.ঘ. থেকে প্রায় ০.৮৯% বা ০.০৫ টাকা/কি.ও.ঘ. বৃদ্ধি করে ৫.৬৪ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণের প্রয়োজন হবে। তবে কম সচ্ছল বিতরণ কোম্পানীর রাজস্ব চাহিদা পূরণ এবং সারা দেশে অভিন্ন খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারণের নীতির কারণে বাপবিবো এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার বৃদ্ধির প্রকৃত গড় হার বর্ণিত প্রয়োজনীয় হার থেকে কিছুটা ভিন্ন হতে পারে।

**অনুচ্ছেদ - ৬ ঃ কমিশনের আদেশ**

সার্বিক বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে কমিশন আদেশ প্রদান করছে যে-

(১) খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারণে বাপবিবো এর আওতাধীন পবিসসমূহের রাজস্ব চাহিদা ১,১১,৩৩১.২৬ মিলিয়ন টাকায় স্থির করা হলো। এ রাজস্ব চাহিদা অর্জন এবং সকল বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী এর জন্য অভিন্ন খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার (আবাসিক শ্রেণির লাইফ-লাইন ব্যতিত) নির্ধারণ বিবেচনা করে বাপবিবো এর আওতাধীন পবিসসমূহের ইউনিটপ্রতি খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ভারিত গড়ে ০.১১ টাকা/কি.ও.ঘ. (১.৯৭%) বৃদ্ধি করা হলো।

(২) বাপবিবো এর আওতাধীন পবিসসমূহের ৫০ কিলোওয়াট এর অধিক এবং সর্বোচ্চ ৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত চাহিদাসম্বলিত বহুতল আবাসিক ভবনে সম্পূর্ণ আবাসিক এবং মিশ্র আবাসিক (আবাসিক ও বাণিজ্যিক) বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'এ-১ ঃ মধ্যমচাপ আবাসিক ব্যবহার (১১ কেভি)' নামে একটি নতুন গ্রাহকশ্রেণি সৃষ্টি করা হলো। উক্ত গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে গ্রাহকশ্রেণি 'এ ঃ আবাসিক' এর অনুরূপ হারে ইউনিটপ্রতি মূল্যহার নির্ধারণ করা হলো। নতুন সৃষ্ট উক্ত গ্রাহকশ্রেণির সম্পূর্ণ আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আবাসিক মূল্যহার প্রযোজ্য করা হলো, এবং মিশ্র আবাসিক (আবাসিক ও বাণিজ্যিক) এর আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আবাসিক মূল্যহার ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক মূল্যহার প্রযোজ্য করা হলো। তবে 'এ-১ ঃ মধ্যমচাপ আবাসিক ব্যবহার (১১ কেভি)' গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সংযোগ, মিটারিং, বিলিং পদ্ধতি, অন্যান্য চার্জ (ন্যূনতম/ডিমান্ড/সার্ভিস/বিবিধ), জামানত এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে কমিশন পৃথক আদেশ/নির্দেশনা জারী করবে।

(৩) বাপবিবো এর আওতাধীন পবিসসমূহের পুনর্নির্ধারিত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার বিল মাস সেপ্টেম্বর ২০১৫ হতে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে। মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি এ আদেশের অংশ হিসেবে পরিশিষ্ট-'ক' এ সংযুক্ত করা হলো।

(৪) বাপবিবো এর আওতাধীন পবিসসমূহ পরবর্তী মাসের বিদ্যুৎ বিলের সাথে কমিশন কর্তৃক জারীকৃত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত উক্ত গণবিজ্ঞপ্তির একটি হুবহু কপি সকল গ্রাহককে সরবরাহ করবে।

(৫) অর্থবছর শেষে বাপবিবো/পবিসসমূহ তার উদ্বৃত্ত রাজস্ব (নীট মুনাফা/মার্জিন) পৃথক ফান্ড/ব্যাংক হিসাব এ জমা/স্থানান্তর করবে এবং এরূপ উদ্বৃত্ত রাজস্ব ব্যবহারের প্রস্তাবসহ এর স্থিতি প্রতিবেদন অর্থবছর শেষে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কমিশনে দাখিল করবে। কমিশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে বাপবিবো/পবিস এর উদ্বৃত্ত রাজস্ব (নীট মুনাফা/মার্জিন) ব্যয় করা যাবে না।

**অনুচ্ছেদ - ৭ ঃ কমিশনের নির্দেশনাবলী**

(১) বিইআরসি আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩২ মোতাবেক কমিশনের পূর্বসম্মতি ব্যতিত বাপবিবো/পবিসসমূহ, ক্রয় বা অন্য কোনভাবে আন্ডারটেকিং অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ বা সরবরাহের কোনো স্থাপনা বা অংশবিশেষ অর্জন করিবে না এবং তার কোনো আন্ডারটেকিং বা উহার কোনো অংশ বিক্রয়, বন্ধক, লীজ, বিনিময় বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করিবে না।

(২) বাপবিবো/পবিসসমূহের বিতরণ সিস্টেম লস সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে চলমান প্রচেষ্টা আরও জোরদার করতে হবে। এ লক্ষ্যে বাপবিবো/পবিসসমূহ-

(ক) পুরাতন বিতরণ লাইনের যথাযথ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, পুরাতন/ওভারলোডেড বিতরণ লাইন ও ট্রান্সফরমারের ক্ষমতাবৃদ্ধি/পরিবর্তন, এনালগ মিটারের পরিবর্তে ডিজিটাল/স্মার্ট/প্রি-পেইড মিটার স্থাপন, বিদ্যুতের অপচয় ও চুরি বন্ধসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ও গৃহিত পদক্ষেপ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

(খ) সকল ফিডারে আগামী ১(এক) বছরের মধ্যে এনার্জি মিটার চালু/স্থাপন করবে, ফিডারভিত্তিক বিদ্যুৎ ক্রয়, বিক্রয় ও সিস্টেম লস নিরূপণ করবে এবং ফিডারভিত্তিক সিস্টেম লস হ্রাসে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

উপরিউক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে বাপবিবো/পবিস কর্তৃক গৃহিত কর্মপরিকল্পনা ও উহা বাস্তবায়নের সময়সীমা আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখের মধ্যে কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

(৩) বাপবিবো/পবিসসমূহ তার আওতাধীন সকল বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন এবং উপকেন্দ্রসহ বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় যন্ত্রপাতির কারিগরি দুর্বলতা/ত্রুটি চিহ্নিত করতঃ সেগুলো নিরসনে যথাযথ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্যান্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এতদ্‌বিষয়ে বাপবিবো/পবিস কর্তৃক গৃহিত কর্মপরিকল্পনা ও উহা বাস্তবায়নের সময়সীমা আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ এর মধ্যে কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

(৪) বাপবিবো/পবিসসমূহ প্রতিবছর তার আওতাধীন সামগ্রিক বিতরণ সিস্টেমের এনার্জি অডিট সম্পাদন করতঃ কমিশনে প্রতিবেদন দাখিল করবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সুপারিশ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ কমিশনকে অবহিত করবে।

(৫) বাপবিবো/পবিসসমূহ তার বিতরণ সিস্টেমে কমিশন আদেশ অনুযায়ী পাওয়ার ফ্যাক্টর বজায় রাখার জন্য ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় মানের পাওয়ার ফ্যাক্টর শুদ্ধকরণ সরঞ্জাম স্থাপনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এতদ্‌বিষয়ে গৃহিত ব্যবস্থা আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ এর মধ্যে কমিশনকে অবহিত করবে।

(৬) বাপবিবো/পবিসসমূহ বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিদ্যুতের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ন্যূনতম ব্যয়ভিত্তিক দক্ষ বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেম গড়ে তুলবে। বাপবিবো/পবিসসমূহ এ লক্ষ্যে বিউবো, পিজিসিবি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী/পবিসসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করবে এবং এ বিষয়ে গৃহিত ব্যবস্থা ষান্মাসিক ভিত্তিতে কমিশনকে অবহিত করবে।

(৭) সিস্টেম লস সমন্বয় নামে overbilling করা যাবে না। বিদ্যুৎ বিল প্রস্তুতের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অভিন্ন বিলিং ফর্‌ম/ফরম্যাট ব্যবহার করতে হবে। তবে যতদিন কমিশন কর্তৃক অভিন্ন বিলিং ফর্‌ম/ফরম্যাট সরবরাহ করা না হবে ততদিন বিদ্যমান ফর্‌ম/ফরম্যাট ব্যবহার করা যাবে।

(৮) বাপবিবো/পবিসসমূহ তার সকল স্থাপনায় (অফিস, আবাসিক কোয়ার্টার, স্কুল, রেস্ট হাউজ, ইত্যাদি) ব্যবহৃত বিদ্যুতের বিল যথাযথ শ্রেণির মূল্যহার অনুযায়ী যথাসময়ে পরিশোধ/আদায় করবে।

(৯) সকল পর্যায়ে ব্যয়-সাশ্রয়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এতদ্‌বিষয়ে বাপবিবো/পবিসসমূহ কর্তৃক গৃহিত ব্যবস্থা, অর্জিত/অর্জিতব্য সুফলসহ আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ এর মধ্যে কমিশনকে অবহিত করতে হবে।

(১০) সকল শিল্প-কলকারখানায় বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী মেশিনারিজ, টুলস ও অ্যাপ্লায়েন্সেস ব্যবহার, ভোক্তাপর্যায়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বৈদ্যুতিক পণ্য-সামগ্রী ব্যবহার ও সকল পর্যায়ে বিদ্যুতের অপচয় রোধ করার জন্য বাপবিবো/পবিসসমূহ সকলকে উৎসাহিত করবে এবং কো-জেনারেশন চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে ।

(১১) গ্রাহক কর্তৃক সংযোগ গ্রহণকালে জামানত হিসেবে প্রদত্ত সমুদয় অর্থ পৃথক ব্যাংক হিসাবে জমা রাখতে হবে এবং ইতোমধ্যে এখাতে জমাকৃত সমুদয় অর্থ উক্ত পৃথক ব্যাংক হিসাবে জমা/স্থানান্তর করতে হবে । এতদ্‌বিষয়ে অর্থবছর শেষে হালনাগাদ অবস্থা ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কমিশনে দাখিল করতে হবে ।

(১২) অবচয়খাতে সংগৃহিত সমুদয় অর্থ পৃথক ফান্ড/ব্যাংক হিসাব এ জমা/স্থানান্তর করতে হবে এবং উক্ত অর্থ অগ্রাধিকারভিত্তিতে ঋণের মূল (principal) অংশ পরিশোধ এবং সম্পদ প্রতিস্থাপনে ব্যয় করতে হবে । এতদ্‌বিষয়ে অর্থবছর শেষে হালনাগাদ অবস্থা ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কমিশনে দাখিল করতে হবে ।

(১৩) পবিস এর কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক জমাকৃত এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধার জন্য দেয় জিপিএফ, সিপিএফ, গ্র্যাচুয়িটি এবং পেনশন খাতে সংগৃহিত সমুদয় অর্থ খাতভিত্তিক পৃথক ফান্ড/ব্যাংক হিসাব এ জমা/স্থানান্তর করতে হবে । জমাকৃত অর্থের বিপরীতে প্রাপ্ত সুদও এ ফান্ডের অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে ।

(১৪) সকল পবিস এ কমিশন কর্তৃক প্রণীত অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি (Uniform System of Accounts) অতি-সত্বর বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এতে বর্ণিত নির্দেশনাবলী অনুসরণপূর্বক প্রতিবছর হিসাবরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে ।

(১৫) পবিসসমূহ তার মালিকানাধীন সকল সম্পদের একটি পূর্ণাঙ্গ ফিক্সড অ্যাসেট (fixed asset) রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবে । উক্ত ফিক্সড অ্যাসেট রেজিষ্টারে সম্পদের বিবরণ, অবস্থান, সার্ভিসে অন্তর্ভুক্তির তারিখ, কস্ট, সংযোজন, ব্যবহার্য আয়ুষ্কাল, অবচয়ের হার, অবচয়ের পরিমাণ, রিটায়ারমেন্ট, ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে ।

29/08/2016
(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

29/8/2016
(মোঃ মাকসুদুল হক)
সদস্য

29/8/2016
(প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন)
সদস্য

29/8/2016
(ড. সেলিম মাহমুদ)
সদস্য

29/8/16
(এ আর খান)
চেয়ারম্যান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

# গণবিজ্ঞপ্তি

নং ঃ বিইআরসি/ট্যারিফ/বিতরণ-১১/পবিবো/অংশ-০২/৩০৬০ তারিখ ঃ ২৭ আগস্ট ২০১৫

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(খ) ও ৩৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমূহের বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার বিল মাস সেপ্টেম্বর ২০১৫ থেকে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কার্যকর করে নিম্নোক্তভাবে পুনর্নির্ধারণ করা হলো ঃ

| ক্রমিক নং | গ্রাহকশ্রেণি | অনুমোদিত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার টাকা/কি.ও.ঘ. |
|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ |
| (১) | শ্রেণি—এ ঃ আবাসিক<br>শ্রেণি—এ-১ ঃ মধ্যমচাপ আবাসিক ব্যবহার (১১ কেভি)<br>লাইফ লাইন ঃ ১—৫০ ইউনিট | ৩.৩৬ - ৩.৮৭ |
| | (ক) প্রথম ধাপ ঃ ১—৭৫ ইউনিট<br>(খ) দ্বিতীয় ধাপ ঃ ৭৬—২০০ ইউনিট<br>(গ) তৃতীয় ধাপ ঃ ২০১—৩০০ ইউনিট<br>(ঘ) চতুর্থ ধাপ ঃ ৩০১—৪০০ ইউনিট<br>(ঙ) পঞ্চম ধাপ ঃ ৪০১—৬০০ ইউনিট<br>(চ) ষষ্ঠ ধাপ ঃ ৬০০ ইউনিটের অধিক | ৩.৮০<br>৫.১৪<br>৫.৩৬<br>৫.৬৩<br>৮.৭০<br>৯.৯৮ |
| (২) | বাণিজ্যিক<br>(ক) ফ্ল্যাট<br>(খ) অফ-পীক সময়ে<br>(গ) পীক সময়ে | ৯.৮০<br>৮.৪৫<br>১১.৯৮ |
| (৩) | দাতব্য প্রতিষ্ঠান | ৫.২২ |
| (৪) | সেচ | ৩.৮২ |
| (৫) | সাধারণ শিল্প<br>(ক) ফ্ল্যাট<br>(খ) অফ-পীক সময়ে<br>(গ) পীক সময়ে | ৭.৬৬<br>৬.৯০<br>৯.২৪ |
| (৬) | বৃহৎ শিল্প<br>(ক) ফ্ল্যাট<br>(খ) অফ-পীক সময়ে<br>(গ) পীক সময়ে | ৭.৫৭<br>৬.৮৮<br>৯.৫৭ |

| ক্রমিক নং | গ্রাহকশ্রেণি | অনুমোদিত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার টাকা/কি.ও.ঘ. |
|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ |
| (৭) | <u>উচ্চচাপ সাধারণ ব্যবহার (৩৩ কেভি)</u><br>(ক) ফ্ল্যাট<br>(খ) অফ-পীক সময়ে<br>(গ) পীক সময়ে | <br>৭.৪৯<br>৬.৮২<br>৯.৫২ |
| (৮) | <u>শ্রেণি - জে ঃ রাস্তার বাতি</u> | ৭.১৭ |

২। লাইফ-লাইন (১–৫০ ইউনিট) গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে পবিসভেদে বিদ্যমান খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার অপরিবর্তিত থাকবে। এ মূল্যহারের সুবিধা আবাসিক শ্রেণির অন্য গ্রাহকগণ পাবেন না।

৩। আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির দ্বিতীয় ধাপ থেকে ষষ্ঠ ধাপে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী সকল গ্রাহক পূর্ববর্তী ধাপ/ধাপসমূহের মূল্যহারের সুবিধা পাবেন।

৪। 'মধ্যমচাপ আবাসিক ব্যবহার (১১ কেভি)' গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সংযোগ, মিটারিং, বিলিং পদ্ধতি, অন্যান্য চার্জ (ন্যূনতম/ডিমাণ্ড/সার্ভিস/বিবিধ), জামানত এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে কমিশন পৃথক আদেশ/নির্দেশনা জারী করবে।

৫। অন্য সকল গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ন্যূনতম চার্জ, সার্ভিস চার্জ, ডিমাণ্ড চার্জ, বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল এবং মূল্য সংযোজন কর অপরিবর্তিত থাকবে।

৬। 'মধ্যমচাপ আবাসিক ব্যবহার (১১ কেভি)' গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে বিদ্যমান হারে বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল এবং মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য হবে।

৭। খুচরা বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত বিদ্যমান অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

৮। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এ আদেশ বলবৎ থাকবে।

29/06/2016
(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

29/6/2016
(মোঃ মাকসুদুল হক)
সদস্য

29/6/2016
(প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন)
সদস্য

29/6/2016
(ড. সেলিম মাহমুদ)
সদস্য

29/6/16
(এ আর খান)
চেয়ারম্যান